তারিখ ... 24 OCT 1985 ...
পৃষ্ঠা ... ... 5 কলাম 1 ...

দৈনিক বাংলা

013

স্কুল ভবনের ভগ্নদশা

সারা দেশের প্রায় ২০০ হাইস্কুল ভবন কমপক্ষে ৭৫ বছরের পুরনো। ভবনগুলির বয়সের এই কৌলীন্য নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারতাম যদি না মেরামত আর সংস্কারের অভাবে এগুলি ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের মাথার ওপর ধসে পড়ার মত বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছাত। গতকাল দৈনিক বাংলার এক রিপোর্টে ও ছবিতে কালজীর্ণ স্কুলভবনের আশংকাজনক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। এই আশংকাও আমরা ভুলে যেতে পারতাম যদি না জগন্নাথ হলের মর্মন্তুদ ট্র্যাজেডির তাজা নজীর আমাদের সামনে থাকত।

শিক্ষা পরিদফতরের ডিপার্টমেন্টের জরীপের ভিত্তিতে ২০০ হাইস্কুল ভবন বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত হয়েছে। এসব ভবনের কোনটির ছাদে ফাটল, বট অশ্বত্থ গাছ দেয়াল ফাটিয়ে আকাশে দিব্যি মাথা তুলেছে, কোনটি জোড়াতালি দিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে আবার কোনটি অন্ধকার, অস্বাস্থ্যকর। যেকোন মুহূর্তে ভেঙ্গে পড়তে পারে। কিন্তু সে বিপদ মাথায় নিয়েই সেখানে ক্লাশ চলছে, ছাত্ররা সেখানে আসা-যাওয়া করছে, বিদ্যার্জনের সাধনায়ও মগ্ন থাকছে।

বলতে হয়, ভয়াবহ পরিস্থিতি। কিন্তু আমাদের শিক্ষাঙ্গনে এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পরিদফতরের মহাপরিচালক জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজ কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দিয়ে ফ্যাসিলিটিজ বিভাগের ইঞ্জিনীয়ার দিয়ে ভবনগুলি পরীক্ষা করানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, তারপর? স্কুলগুলি কি অন্যত্র বসবে? সত্ত তাড়াতাড়ি কি নতুন ভবনের ব্যবস্থা করা যাবে? অর্থের কি সংকুলান হবে? আমাদের আশংকা, পরীক্ষা নিরীক্ষার পরও, এমনি করেই বাজবে বাঁশি এই নাটে। এখানে ওখানে ছোটখাট আঁচড় হয়ত পড়বে, কয়েকদিন সংশ্লিষ্টরা সতর্কও হবেন কিন্তু এই বিশাল সমস্যার কতটুকু সমাধান হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

শিক্ষা পরিদফতরের তথ্যেও আসলে আংশিক চিত্রই ধরা পড়েছে। পল্লী অঞ্চলের স্কুল ভবনগুলির অবস্থা শুধু বিপজ্জনক বললেই সব বলা হয় না—কোথাও কোথাও বিপদের উপলক্ষ অর্থাৎ স্কুল ভবনই নেই। গ্রামের অধিকাংশ স্কুল ঘর কাঁচা। টিনের তৈরি, ঝড় তুফানের সময় জীবন হাতে নিয়ে ছেলেমেয়েদের ক্লাশ করতে হয়।

সামগ্রিকভাবেই সমস্যাটির সমাধানে তৎপর হওয়া দরকার। আমরা মনে করি এজন্যে একটি সুনির্দিষ্ট স্কীম নিতে হবে এবং তহবিলও যোগাড় করতে হবে। স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে অবিলম্বে বিপজ্জনক স্কুল-কলেজ ভবনগুলি সংস্কার, মেরামত এবং প্রয়োজন বোধে পরিত্যাগ করা দরকার। এবং দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা হিসাবে বাংলাদেশের স্কুল কলেজ ভবন ভালভাবে তৈরি করার পরিকল্পনা ও কর্মসূচী নিতে হবে।